নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
হামাকে আপুনি ডাকিয়েছেন বাবু?
শোনো, আমার জন্যে কয়েকদিন আর ক্ষীর করোনা। রাত্রে কদ্দিন শুধু খই দুধ খাবো।
রাত্রে
কই হে ঠাকুর—এই যে, দুধ আনতে এতো দেরী হলো কেন? দাও, দাও।
দুধ খালিয়া।
খালিয়া মানে? তাই তো, এতো তলানি পড়ে আছে! এখন শুধু শুকনো খই চিবিয়ে থাকতে হবে। দুধ কিসে খেলো?
কীন জানে! বিল্লি-উল্লি হোবে।
পরদিন রাত্রে
আজ তি আধা দুধ খালিয়া।
নাঃ, জানলায় জাল লাগাতে হবে দেখছি।
পরদিন সকালে
কেন্টু, তারের জাল এনে খাবার ঘরের জানলায় লাগাবি। বেড়ালে রোজ আমার দুধ খেয়ে যাচ্ছে।
বেড়ালে রোজ আপনার দুধ খেয়ে যায়! কি ভয়ানক কথা! আমি এখুনি গিয়ে জাল এনে লাগাচ্ছি।
দেখুন স্যার, এবার বেড়ালের সাধ্যি নেই যে দুধ খায়।
বেশ হয়েছে।
সেদিন রাত্রে
আশ্চর্য! জাল লাগাবার পরেও দুধ সাবাড় হয়ে যাচ্ছে!
পরদিন
আমার মনে হচ্ছে, এদের ও..র একটু নজর রাখা দরকার।
যেই হোক, ধরতে পারলে দুধ খাওয়ার সুদ শুদ্ধু উসুল করে নেবো!

দেখলি ফন্টে, কেল্টোটা কেমন আমাদের ওপর দোষ চাপাতে চাইছে।
এর একটা হেস্ত নেস্ত না করলে স্যার আমাদেরই দোষী ভাববে।
সন্ধ্যায়
লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে কি হবে রে ফন্টে?
এই গুঁড়ো দিয়েই দুধ থেকো ভূতকে পাকড়াও করবো! তুই ঠাকুরকে ভুজুং ভাজুং দিয়ে একটু আটকে রাখিস।
একটু পরে
চলে আয় নন্টে! প্রাথমিক কার্য শেষ। এখন খালি শুধু অ্যাকশনের অপেক্ষা।
একটু পরেই
ওরে বাবারে! গেলুম রে! জ্বলে গেলো রে!
কেল্টুর আবার কি হলো! চল্ তো গিয়ে দেখি।
একি! তুই নাচ জুড়েছিস কেন? হাতে ওটা কিসের নল?
ওটাই তো স্যার গ্যাড়াকল! ওই পাইপলাইন বেয়েই তো দুধ আসে!
ওরে বাবারে! দুধ এতো ঝাল হয়ে গেলো কি করে!
এই দেখুন, দুধের পাইপ লাইন দিয়ে ঘরে বসেই কেল্টুদা দিব্যি দুধ টেনে মেরে দিতো!
ওঃ, ছক্কাছাড়ার পেটে পেটে এতো শয়তানী বুদ্ধি! অই ভাবি, জানলায় জাল দেওয়া সত্ত্বেও দুধ কমে কি করে!
স্যার বলেছেন, এর ওপর আর ওকে নতুন করে শাস্তি দেবেন না।
ঠিকই বলেছেন। এর জেরেই সারারাত ধরে চলবে বোধহয়। আহা বেচারা!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

স্যার, আপনার কলমটা আমাকে একটু দিন তো!
এই নে। দেখিস এটা কিন্তু খুব দামী কলম! আমার এক বিদেশী বন্ধুর উপহার দেওয়া!
কেলুদা সুতোর ফাঁসে কলমটা আটকে দিলে, চটপট টেনে নিয়ে পায়রার পায়ে বাঁধতে হবে।
এদিকে
স্যারের দামী কলমটা এই আমি ছাতু করে ফেললুম!
কলমটা নন্টে টেনে নিয়েছে! এবারে পায়রার পায়েওটা বেঁধে ফেলছি কেলুদা!
মরেচে! হাত ফস্কে উড়ে গেলো যে রে নন্টে!
সঙ্গে স্যারের দামী কলম নিয়ে! ফন্টে, চল আমরাও এবার উড়ি!
এদিকে
হিং টিং ছট, পায়রার পায়ে চড়ে কলম আয়রে চটপট!
দশমিনিট পরে
হিং টিং ছট, হিং টিং— টিং—
কি তখন থেকে টিং টিং করছিস? আমার কলম কই? শিগগির কলম বার কর!
আরো দশমিনিট পরে
আরো দশমিনিট সময় দিলাম। তাতেও যদি না পাই তবে, হিং টিং ছট, আমার এই যাদুদণ্ড তোর পিঠে পড়বে পটাপট!
হাঃ হাঃ!
হিঃ হিঃ! হোঃ হোঃ!
এতোক্ষণে স্যার হয় তো কেলটের ওপর ইন্দ্রজাল দেখাতে শুরু করেছেন, কি বলিস?
হবে হয় তো! বেচারা কেলটো, ইন্দ্রের জালে একেবারে জড়িয়ে গেলো মাইরি!

মন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
পূজার ছুটির কয়েকদিন আগে বোর্ডিংএ
কি রে কেল্টু কি ব্যাপার?
বলছিলাম কি, বোর্ডিং বন্ধের আগে একটা নাটক মঞ্চস্থ করলে কেমন হয়?
এ তো অতি উত্তম প্রস্তাব! তা কি নাটক মঞ্চস্থ করবি ঠিক করেছিস?
সে আপনি যা ঠিক করবেন!
বিকেলে সবাইকে আমার ঘরে আসতে বলিস, তখন সব ঠিক হবে।
ঠিক আছে স্যর! তাই বলবো।
হ্যাঁ স্যর, খুব ভালো হবে স্যর!
এবং এর সঙ্গে গুণীজন সম্বর্ধনার অনুষ্ঠান করে আমরা স্যরকে সম্বর্ধনা জানাবো!
আরে না না, ওসব আমার করতে যাওয়া কেন?
না স্যর, আপনার কোন আপত্তি শুনবো না!
হেঃ হেঃ! তা তোদের যখন এতোই ইচ্ছে তখন করিস!

এখন শোন, এবার যে নাটক আমরা অভিনয় করবো ঠিক করেছি তা হোলো রামায়ণের অনবদ্য কাহিনী লঙ্কাকাণ্ড!
কে কোন চরিত্রে অভিনয় করবে তা আমি পরে জানিয়ে দেবো। এখন তোমরা সব ঘরে যাও।
হতচ্ছাড়া কেল্টোটা সুযোগ পেলেই খালি স্যারকে তোয়াজ করে হাতে রাখবে।
যা বলেছিস মাইরি! নাটকের সঙ্গে আবার কায়দা করে সম্পর্কটা জুড়ে দিয়েছে!
পরদিন
শোন, কে কি করবে ঠিক করেছি। আমি করছি রাবন, কেল্টু রাম আর পবননন্দনের ভূমিকা ফন্টের, আর সবাই অন্যান্য চরিত্র করবে।
পরে
আরে এ নাটকে হনুমানেরই তো আসল ভূমিকা। বলতে গেলে হিরো।
শেষে আমি হনুমান সাজবো স্যর!
মামাবাড়িতে একটা ভালো হনুমানের মুখোস আছে। যদি এখুনি আমাকে ছেড়ে দাও, তা হলে গিয়ে ওটা নিয়ে আসি
বাঃ! ভালোই হবে! তবে দেরী করবি না, রিহার্সালে বসতে হবে আর বেশী সময় নেই।
মামাবাড়িতে
দিদিমা! দিদিমা
কোন অলক্ষ্মেয়ে র‍্যা! এসময়ে আবার জ্বালাতে এসেছিস!

খ্যাংরা মেরে বিষ ঝেড়ে — ওমা! ফন্টু যে! আগে বলবি তো দাদা!
বলবার চান্স দিলে কই! তা এতো খেপেছো কেন?
আর বলিস কেন ভাই! পাড়ার ছেলেগুলো বড়ো উৎপাত করে। তা হঠাৎ কি মনে করে এসেছো গো দাদা।
একটা জিনিস নিতে এলুম গো দিদিমা! আচ্ছা হনুমানের একটা মুখোস ছিলো সেটা আছে?
তেতে পুড়ে এয়েছিস আগে খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম কর তারপর খুঁজে দেখিস! আছে হয়তো কোথাও!
সেই ভালো দিদিমা! আগে খাওয়া দাওয়াটাই হোক। যে গুরুভার আমার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে—
কী! তোর ওপরে ভারী জিনিস চাপিয়ে দিয়েছিলো কোন অলক্ষুণে মুখপোড়া! খ্যাংরা মেরে তার বিষ ঝেড়ে দিয়ে আসবো না!
আরে দূর, সে ভার নয়, এ অন্য ভার, হনুমানের ভার — ওসব তুমি ঠিক বুঝবে না দিদিমা!
ম্যালা বকিস নি তো দাদা! বদমাইসি করে কারা তোর ঘাড়ে একটা গোদা হনুমান চাপিয়েছিলো, এটা বুঝবো না আমাকে এতোই বোকা ঠাউরেছিস নাকি? কি ভাগ্যি আঁচড়ে কামড়ে দেয়নি! ঠাকুর রক্ষে করেছেন! এবার রান্নার জোগাড় দেখি রে ভাই!
খুব হয়েছে, তাই তাড়াতাড়ি দেখো।
একটু পরে
গুলুটা আবার গেলো কোথায়! একটা কিছু করাবার উপায় নেই। গুলু অ গুলু, আরে অ্যাই হতচ্ছাড়া গুলে!
এজ্ঞে যাই গো মা ঠাকরেণ!

এই যে হতচ্ছাড়া! ফন্টু এয়েচে, তাকে রান্না করে খেতে দিতে হবে তোরে পোড়ারমুখো!
দিতে হবে নি! লিচ্চয় দিতে হবে।
কি দিতে হবে, তোর মাথা! শীগগির বাজার করে নিয়ে আয় খুব তাড়াতাড়ি আসবি।
লিচ্চয়! ডোঁক কইরে যাবো আর কোঁক কইরে চইলে আসবো।
ওত্তার লোডেড হয়ে গেছি গো দিদিমা! টেনে তোলবার অবস্থা হয়েছে!
কি যে বলিস বুঝি না! এবারে একটু শো। আমি আচার গুলো রোদে দিয়ে আসি।
পরে
এখন আর ঘুমটুম আসবে না। এই তালে বরং অ্যাকটিং প্র্যাকটিস করি। অ্যাকটিংএর মুডও এসে গেছে।
ওরে আরে ... র পাপিষ্ঠ রাবন, লেজে ... আগুনে তোর পোড়াবো ... ল!
নখদন্তে উপাড়িয়া দশমুণ্ড তোর—
এদিকে
আচার রোদে দেওয়ার ঝামেলা মিটলো, এবারে ফন্টুর সঙ্গে একটু গল্প করি।
হ্যারে ফন্—
এখনি সবংশে আজ করিব নিধন! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

নেজের আগুনে শেষে দাবানল জ্বালি, ছারখার করি দিবো স্বর্ণলঙ্কা তোর!
ফন্টু! তুই এসব কি বলছিস? ওরে কি সব্বনাশ হলো রে! ওরে অ গুলু!
আমাকে ডেইকেছেন আপনি?
এসেছিস গুলু! দ্যাখ বাছা আমার কেমন করছে আর কি সব বলছে! আমি কি করবো রে গুলু?
খিক খিক! হাঃ হাঃ —
দেখি কি ব্যাপার ঘইটেছে!
এহবার লাগ দিয়া ধরি তোর ঘাড়ে ওরে পাষণ্ড — রাক্ষস!
উঁ রে! মেরে ফেলালো গো ঠাকরেন!
ওঃ! আমাকে দেখেই তেইড়ে এলো! খুব জোর পাইলে এমেচি! দাদাবাবুকে নিঃঘাত পেঁচোয় ঘইরেচে!
কি গুলু?
আমি এক্ষুনি ডেকু ওঝাকে নিয়ে আসতেছি! ওসব পেঁচো ফেঁচো সে ফুঁ মেরেই উইরে দেবে!
তাহলে তাড়াতাড়ি করে নিয়ে আয়!
কিছুপরে
বুঝলে দিদিমা! স্যার বলেছে আমারটাই প্রধান। রোলটা ঠিকমতো ফোটাতে পারলে একেবারে ফাটিয়ে দেবে!
হ্যাঁ হ্যাঁ, ফাটাবি বই কিভাই। আগে ডেকু এসে দেখুক, তারপর যতখুশি ফাটা!

ডেকু ওঝাকে নিয়ে এইটি গো ঠাকরেন!
কই, রুগী কোথায়?
হুঁ, ঠিক পেঁচোই বটে, কিন্তু আমি যখন এয়েচি তখন ব্যাটা পেঁচোকে আমি গাঁ ছাড়া কইরে ছাড়বো!
তাই কর বাবা ডেকু!
আমি পেঁচো ফেঁচো নই, কিন্তু তোমাকে দেখাচ্ছে ঠিক যেন মেক আপ করা রাবন! শোন্ ওরে দশানন, দেখি তোর নিকটে শমন্!
ওরে পেঁচো, তোর লপচপানি এখুনি দমন কইরে দিচ্ছি!
ঠাকরুন, এ ব্যাটা দেখছি বড় প্যাঁচোয়া পেঁচো! কিন্তু আমিও ডেকু ওঝা – এমন প্যাঁচ কষবো, যে বাপ বাপ বলে পাইলে যাবার পথ পাবে না!
মরেচে! ওঝা কেন? ওঝা আমার কি করবে?
কি কইরবো দেখাচ্চি! গুলু, একটা শিক উনুনে দিয়ে গরম কর। আমি ত্যাতক্ষণ ব্যাটাকে গাছে বেঁধে ফ্যালাই!
তারপর গরম শিকের ছ্যাঁকা আর এই লাঠির বিশ ঘা! তারপর দেখি তুই কি কইরে থাকিস!
ওরে বাবারে! মেরে ফেল্লে রে! আমি আর মোটেই থাকতে চাই না!
দেখুন ঠাকরুন ডেকুর ঘাপটে পেঁচো কেমন কেঁচো হয়ে পাইলে যাচ্চে! মোর সাথে মামদোবাজী!

এটা কেমন হোলো ডেকু? ছেলেটা শুদ্ধু যে চলে গেলো!
ঐ তো মোর চিকিচ্ছের গুণ গেন্ন মা ঠাকুরুন! রোগ রুগী দুই পাইলে যায়। আচ্ছা এবার যাই পেন্নাম!
বোর্ডিংএ
এই তো ফন্টে! সারাদিন কোথায় ডুব মেরে ছিলি বল তো?
আর বলিস নে! মাইরি! প্রাণ নিয়ে যে ভেসে উঠতে পেরেছি এই ঢের!
কেন রে?
সে কথা জানতে চেয়ে আর লজ্জা দিস্‌নে ভাই নন্টে! তা স্যার তোকে কিসের পার্ট দিয়েছে রে?
রামের অনুচর হয়ে নেপথ্যে জয়ধ্বনির পার্ট।
তারপর থেকেই কেল্টেটা পেছনে লেগেছে! তুই তো ছিলি না, যখন তখন এসে বলতে শুরু করলো এই যে আমার মর্কট অনুচর এটা করে দে ওটা করে দে! আর তোর কথা বলছিলো যে আমার পরম ভক্ত হনুমানটি কোথায় গেলো রে?
আমিও সুযোগ খুঁজছি! স্যারের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে আমি কেল্টোর বিড়ম্বনা করে ছাড়বো!
কি করে করবি?
সে যথাকালে দেখিবি রে কেরামতি মোর! এখন চল কেল্টোর ঘরে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করি!
হতভাগাটার কাছে যেতে চাই না! তবু যখন বলছিস তখন চল!
কি করছো কেল্টুদা? রামের পার্ট মুখস্থ করছো বুঝি?
এই যে আমার ভক্ত আর অনুচর। কি বারতা কহ?
কেল্টুদা! স্যারের সম্বর্ধনার মালা আমরা কিনে দেবো। গলায় অবশ্য তুমিই পরাবে!
এ তো খুব ভালো কথা রে! তবে বেশ ভালো স্পেশাল মালা আনবি!
উজবুক দুটোর ওপর দিয়ে মালার ব্যবস্থা হয়ে গেলো!
এবারে কিছু লাল বিষ পিপড়ে আর এক শিশি মধু। এ হলেই দেখবি লঙ্কাকাণ্ড হয়ে রাবণের হাতে রাম বধ হয়ে যাবে!

অভিনয়ের দিন
সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ! আমরা নাটক অভিনয়ের আগে আমাদের শ্রদ্ধেয় বোর্ড সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মহাশয়কে সম্বর্ধনার আয়োজন করেছি।
সকলের অনুমতি নিয়ে এবার আমি স্যারকে মাল্যদান করছি!
চটাপট
চটাপট
চটাপট
সমবেত ভদ্রমণ্ডলী। ছেলেরা যে আমায় এতো ভালোবাসে তা জেনে আমি অভিভূত! আজ আমি এতো আনন্দিত যে আমার
আঁ আঁ আঁ আঁ।
স্যারকে সম্বর্ধনা জানাতে পেরে আমরাও গর্বিত— আহ স্যার তাঁর গলার মালা আমাকেই দিলেন!
তাঁর এই স্নেহের দান আমি মাথা পেতে নিলুম! আমি প্রাণপণে এর মর্যাদা রেখে—
-চলতে চেষ্টা করবো— ওরে বাপরে, পিঁপড়ে জ্বলে গেলো!
আঃ! উফ্! গেলুম! আবার মালা!
হতচ্ছাড়া আমার সঙ্গে ফেরা! আজ তোর পিণ্ডি চটকে ছাড়বো!
হেল্প! হেল্প!
মাননীয় দর্শকমণ্ডলী! অনুষ্ঠান এবারের মতো এখানেই শেষ করছি: কারণ, রামের মস্তকে রাবণ তার হস্তধৃত ফুলদানীটি না ভেঙে ফিরবেন বলে মনে হয়। কাজেই আজ এখানেই যবনিকাপাত করে দিচ্ছি। নমস্কার!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
দ্যাখ ফন্টে, এ বলে আউট – এ হু! স্যারের জানালার সার্শিতে লেগে কাঁচ ভাঙলো!
কেল্টু, এ কাজ কে করেছে তুই খুঁজে বের কর!
ঠিক আছে স্যার! তবে কারা করেছে মনে হয় আমি বুঝতে পেরেছি!
কেল্টা আমাদের ফ্যাসাদে ফেলতে পারে। ও আমাদের সন্দেহ করেছে, এটা ওকে আমি স্যারের কাছে বলতে শুনেছি!
তাই নাকি? আমরাই ওকে উল্টে ফ্যাসাদে ফেলে দেবো!
সুতরাং-
স্যারের ঘরে তুই কি করছিস র‍্যা নন্টে?
দ্যাখো কেল্টুদা! স্যারের টেবিলে একটা বোলতা!
তুই সরে যা। এটার ব্যবস্থা আমি করছি।
এক ঘায়ে পিষে ফেলবো—এঃ! স্যারের অ্যাসট্রেটা ভেঙে গেলো!
স্যারের খুব সখের জিনিস ছিলো এটা কেল্টুদা!
একি! আমার অ্যাসট্রে ভাঙা! কেল্টু দৌড়চ্ছে! মনে হয় অপরাধীকে ধরার জন্যে অনুসরণ করছে!
ক্লাসের মধ্যে সার্কাস? স্যারের হুকুম আছে এরকম বেয়াদপি করলে বেত লাগাতে!

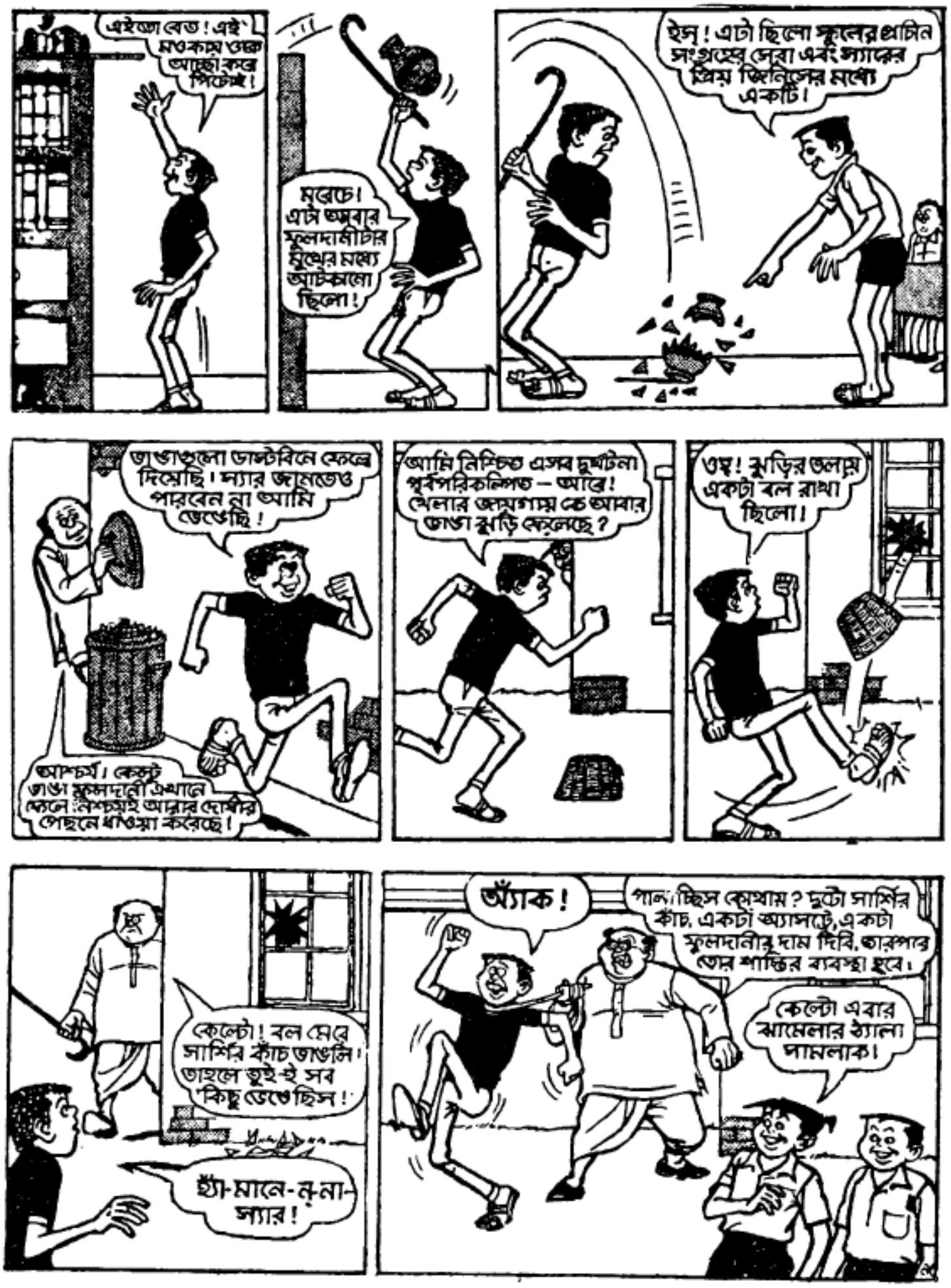
এইজন্য বেত! এই মওকায় ওকে আচ্ছা করে পিটেছি!
মরেচে। এটা আবার ফুলদানীটার মুখের মধ্যে আটকানো ছিলো!
ইস্! এটা ছিলো স্কুলের প্রাচীন সংগ্রহের সেরা এবং স্যারের প্রিয় জিনিসের মধ্যে একটি।
ভাঙাগুলো ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছি। স্যার জানতেও পারবেন না আমি ভেঙেছি!
আশ্চর্য। কেন্টু ভাঙা ফুলদানী এখানে ফেলে নিশ্চয়ই আমার দোষীর পেছনে ধাওয়া করেছে!
আমি নিশ্চিত এসব দুর্ঘটনা পূর্বপরিকল্পিত — আরে! খেলার জায়গায় কে আবার ভাঙা ঝুড়ি ফেলেছে?
ওহ্! ঝুড়ির তলায় একটা বল রাখা ছিলো।
কেল্টো! বল মেরে সার্শির কাঁচ ভাঙলি! তাহলে তুই-ই সব কিছু ভেঙেছিস!
হ্যাঁ-মানে-না-না-স্যার!
অ্যাঁক!
পালাচ্ছিস কোথায়? দুটো সার্শির কাঁচ, একটা অ্যাসট্রে, একটা ফুলদানীর দাম দিবি, তারপরে তোর শাস্তির ব্যবস্থা হবে।
কেল্টো এবার ঝামেলার ঠ্যালা সামলাক।

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

তা এতে কি আছে রে নন্টে?
খুব ভালো জিনিস কেল্টুদা!
তুমি ঘরে নিয়ে গিয়ে খুলে দেখলেই টের পাবে!
ওড আইডিয়া! আমিও স্যারকে কিছু প্রেজেন্ট করবো ভাবছিলুম। ভালোই হলো। এটাই আমি আমার নামে স্যারের কাছে চালিয়ে দেবো। বিনা খরচে স্যারকে প্রেজেন্ট দেওয়া হবে—হিঃ হিঃ!
অ্যাই মরেচে!
ঘাবড়াও মাৎ! আমাদের যান্ত্রিক উপায়ে না হলে ও, বুদ্ধির যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কার্যসিদ্ধি হবে।
না:, সত্যিই তুই আমাকে ভালোবাসিস দেখছি কেল্টু! কিন্তু আবার পয়সা খরচ করতে গেলি কেন?
ওসব কলে নড়বেন না স্যার। এবার প্যাকেটটা খুলে দেখুন জিনিসটা আপনার পছন্দ হয়েছে কিনা।
সুপারিনটেন্ডেন্ট
ফন্টে, আর বোধহয় এখানে থাকা ঠিক নয়!
বড় মুখ করে যখন এনেছিস, তখন খুলে দেখি আমার জন্যে কি—
অ্যাঁক্স্!
দমাস!
এ-এ কি হোলো স্যা-স্যার?
স্যার-স্যার-
চুপ নন্টে! তাকে হাত পেলে হয়।
আলবৎ!
যান্ত্রিক শুঁতোর চেয়ে স্যারের হাস্তিক মানে হাতের শুঁতোর চোটটা বেশিই হবে, কি বলিস ফন্টে?

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেববাথ
আর কয়েকদিন পরেই তো পুজোর বন্ধ। কিন্তু কেলুদা কোথায় রে?
মামার থেকে টাকা ধার নিয়ে কি যেন কিনতে ছুটলো।
করেছিস কি! জেনেশুনে কেলুটাকে আবার টাকা দিয়েছিস? আর কখনো সে টাকা তোর কাছে ফিরে আসবে!
নিশ্চয়ই আসবে। শুধু আসবে না বর্দ্ধিত হয়ে আসবে স্ফীত হয়ে আসবে।
বর্দ্ধিত হবে! কিন্তু ক্ষুদ্র ধারেও তো কোনদিন আসেনি গো কেলুদা!
আসবে আসবে। তখন আসেনি, কিন্তু এখন আসবে।
যা কখনো ঘটেনি এখন কোন মাদুমন্ত্রে তা ঘটবে গো কেলুদা?
মাদুমন্ত্রে হবে কেন রে গবেট—হবে একটা বিপর্যয় ঘটিয়ে।
মরেছে! আবার কার বিপর্যয় ঘটাবে?
টাকের!

য়্যাঁ-আঁ!
য়্যাঁ নয় হ্যাঁ। দেখবি টাকের জন্যে আমি একেবারে বিপর্যয় ঘটিয়ে ছেড়েছি।
টাক বলতে আর কিছু থাকবে না। যাদের একমাত্র টাক, তাদের মাথায় দুব্বোঘাসের মতো চুল গজাবে। আর চুলো মাথার যাগানে তাদের আর একটা চুলও উঠবে না।
ওরে বাবা! শুনেই তাজ্জব লাগছে! কিন্তু সেটা কি করে হবে?
হেঃ,হেঃ! কি করে হবে? হবে আমার তৈরি একটা ডেমজ তেল লাগিয়ে।
কিন্তু সেই তেল তুমি তৈরি করবে কি দিয়ে?
আরে সেই ফুগান্তকারী ফরমুলাই তো আমার করায়ত্ত।
কিন্তু সেই ফরমুলা তোমার করায়ত্ত হলো কেমন করে?
ওঃ সেও এক আশ্চর্য ঘটনা! তাহলে বলি শোন। কাল বিকালে নদীর দিকে বেড়াতে যাচ্ছি দেখি গাছতলায় এক সাধু। এগোতেই পেছন থেকে ডাক পড়লো-
দাঁড়াও বৎস!
আমাকে বলছেন?

হ্যাঁ বৎস, তোমাকেই ডাকছি। আমার কাছে এসো। মনে হচ্ছে আমি তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি!
আমাকে! কেন?
বোসো বৎস! তোমার সঙ্গে আমার কিছু গোপনীয় কথা আছে।
এবার বলুন আপনার কি কথা আছে।
বলছি। আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি তুমি খুব প্রতিভাধর। ভবিষ্যতে তুমি দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। আর প্রচুর অর্থশালী হবে।
আমার গুরু মহারাজ ধ্যানযোগে তোমার মতন একজন সুলক্ষণ যুক্ত প্রতিভাধরের বর্ণনা দিয়ে আদেশ করেছিলেন জিনিষটা দিতে। এখন মনে হচ্ছে তোমারই বর্ণনা দিয়েছিলেন।
কে আপনার গুরু সাধুজী? তিনি এখন কোথায় আছেন?
আমার গুরু শ্রীশ্রীমৎস্বামী ফেরেববাজানন্দজী মহারাজ! তিনি এখন হিমালয়ের দুর্গম গুহায় ধ্যান মগ্ন।
তিনি কি জিনিষ দিতে বলেছিলেন সাধুজী?
সেই জন্যেই তো তোমাকে ডাকলাম বৎস! আমার শ্রী শ্রীমৎ গুরু টাক নিরাময়ের একটি অব্যর্থ ভেষজ বস্তু দীর্ঘদিনের সাধনায় আয়ত্ত করেছেন। তাঁর সেই সাধনালব্ধ জিনিষটি সবার উপকারে লাগাতে পারে এরকম উপযুক্ত লোকের হাতে দেবার জন্যে আমাকে পাঠিয়েছেন!

ঐ বস্তুটি ব্যবহার করলে চকচকে টাকেও চুল গজাবে?
বর্ষাকালে মাঠে যেমন ঘাস গজায় তেমনি টাক মাথা মন চুলে ভরে যাবে। গুরুজীর নিজের শরীরের ওপর পরীক্ষা করে করে তাঁর সর্বাঙ্গ এখন মন চুলে ভর্তি।
তাহলে দিন আমাকে সেই জিনিষটি।
তোমাকে দেবার জন্যেই তো এতো ঘুরেছি খুকু! কি কি দ্রব্যে এটি প্রস্তুত হয় তা একটা কাগজে লিপিবদ্ধ করা আছে। কিন্তু একটা নির্দেশ আছে। এটি হস্তান্তরের সময় কিঞ্চিৎ দক্ষিণা প্রয়োজন।
তা হলে আগামী কাল এসে নিয়ে যাবো।
ভাই ফন্টের কাছ থেকে ধার নিয়ে দক্ষিণা দিয়ে এই মুহ্যান্তকারী ফরমুলা নিয়ে এসেছি।
দারুণ জিনিষ! আজকের টেকো মাথা কাল চুলে ভর্তি।
শোন নন্টে! তুইও কিছু ক্যাপিট্যাল ছাড়বি। উপাদান কিনতে হবে। তারপর জিনিষটা তৈরি হলে শিশিতে ভরে তোরা ক্যানভাস করবি। অবশ্য তার জন্যে ভালো কমিশন পাবি।
ঠিক আছে কেলুদা! টাক থেকে এবারে টাকা ইনকাম হবে।
এক টাকে চুল গজালে সব টেকো আমার এই ডেমজ তৈল কিনবে। আবার যাদের চুল উঠে টাক পড়ার ভয় আছে তারাও কিনবে।

বুঝলি, এই টাকের জন্যই আমি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবো। লোককে আর দুচার গাছা চুল টেনে টাক ঢাকবার নিষ্ফল প্রয়াস করতে হবে না। সবাই ফুরফুরে চুল নিয়ে ঘুরবে। আর আবিষ্কারক হিসেবে আমার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।
ফর্মুলাটা একবার দেখাবে না কেল্টুদা?
উঁহু, গুপ্ত তথ্য কাউকে জানাতে নেই।
পরদিন
ইস্! বিচ্ছিরি একটা দুর্গন্ধ আসছে কোত্থেকে বলতো?
বাগানের দিক থেকে মনে হচ্ছে।
ঐ ভাঙাচোরা জিনিষ রাখার ঘরটা থেকে গন্ধ বেরোচ্ছে!
ওখান থেকে কে এমন গন্ধ ছড়াচ্ছে বলতো?
এসে গেছিস। আমারও প্রায় তৈরি হয়ে এলো। কেউ যাতে না জানতে পারে তাই এখানে এসেছি।
তুমি! কিন্তু কি বিদঘুটে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে কেল্টুদা!
গুলি মার দুর্গন্ধে! যখন জিনিষ ওরকম একটু আধটু হয়ে থাকে। তোরা এবার এগুলো কয়েকটা শিশিতে ভরে ফ্যাল, তারপর তোরা দুজনে এগুলো নিয়ে বেরোবি। আর আমি এদিকে তৈরি করতে থাকবো।
আঁচছা।

একটা লাগসই নাম ঠিক করো কেলুদা!
ঠিক বলেছিস। এর নাম দিলুম টাকের দুশমন
পরদিন
চল, প্যাকের ভেতরে গিয়ে বসি। পোস্টারটা নিয়েছিস তো?
হ্যাঁ, এই যে নিয়েছি। গিয়ে দেয়ালে পেঁটে নিতে হবে।
টাকের দৌরাত্ম্যে যাদের মাথা ফাঁকা বা যাঁরা চুল উঠে টেকোর দলে নাম লেখাতে চলেছেন তাঁরা আমাদের এই—
টাকের দুশমন
প্রয়োগ করুন। দেখবেন দুদিনেই টাক ফাঁক হয়ে চুল গজিয়ে উঠবে। দামও বেশী নয় মাত্র দুটাকা।
টাকের দুশমন
ঠিক কাজ দেবে তো হে ছোকরা?
অব্যর্থ! মাথা ছাড়া কোথাও লাগাবেন না। সেখানেই লাগবে চুল গজাবে।
মাথার চুল ওঠা বন্ধ হবে তো হে?
নিশ্চয়! এতো শক্ত হবে যে একটি চুলও টেনে তুলতে পারবেন না।
আর যা চুল উঠছে তার দ্বিগুন হবে।
দারুণ সেল হয়েছে মাইরি! আরো থাকলে আরো হতো। কাল আবার এখানেই আসবো।
কেলুদাকে বলবো প্রডাকসন বাড়াতে। পুজোর আগে ডালোই কমিশন পাওয়া যাবে।

টাকের দুশমন'এর প্রথম দিনের আয়টা তো দারুণ রে! লাগিয়ে মারা উপকৃত হবে দেখবি এর আবিষ্কর্তাকে তারা নিশ্চয়ই অভিনন্দন জানাবে এত বড় একটা সমস্যা দূর করার জন্যে।
আমাদের আসলটা আর কমিশনটা দাও বেলুচিয়া
তোরা বড় চট্ করে ধৈর্য হারিয়ে ফেলিস। আরো কিছুদিন ক্যানভাসিং করু, তারপর একসঙ্গে নিবি। আমি এখন ল্যাবরেটরিতে যাচ্ছি।
দেখলি, সব পণ্ড করে পুরো ফেললো।
পরদিন
আসুন এক শিশি টাকের দুশমন কিনে টাকের সমস্যা দূর করুন।
এক শিশিতেই কাজ মিলবে। আসুন নিয়ে যান।
দেখ্ ফন্টে! দুজন টেকো এদিকে আসছে। নিশ্চয় কাস্টমার।
একদম ওল মাথা কাস্টমার মেরে!
আসুন। এক শিশিতেই আপনার মাথার চেহারা পাল্টে যাবে।
চিনতে কষ্ট হচ্ছে। সবারই কথা। মাথার চেহারা পাল্টেছে যে। এটা দেখো তো।
এবারে নিশ্চয় চেনা চেনা লাগছে
হ্যাঁ। কাল আপনি এক শিশি টাকের দুশমন কিনেছিলেন।
ঠিক। তারপর ওটা ব্যবহারের আগে এটা পরে।

দেখুন না মশাই! কাল আমিও একশিশি কিল্লু রায়ে মাথায় লাগিয়ে হাতটা গোঁফে পুঁছেছিলুম। সকালে দেখি গোঁফ সমেত মাথার চারপাশের কটি চুল ছিল ঝরে গেছে। এই বয়সেই চিটিংবাজ।
আমরা টেটি করি নি। কেল্টুদা করছে।
কোথায় কেল্টুদা, চল।
কোথায় তোদের প্রতিভাধর কেল্টুদা! একটু অভিনন্দন জানিয়ে যাই।
ঐ তো কেল্টুদার ল্যাবোরেটারি
কেল্টুদা তোমাকে দুজন লোক ডাকছেন।
নিশ্চয় অভিনন্দন। জানাতে। চল্।
তোমার নাম কেল্টু? টাকের দুশমন তোমার তৈরি
হ্যাঁ, কিন্তু আপনারা আমার আবিষ্কৃত জিনিসে উপকৃত না হয়েই ছুটে অভিনন্দন জানাতে এসেছেন। এতে আমি খুবই—
আনন্দিত— আমি-আঁ-আঁ!
এ একিরকমের অভিনন্দন
চোট্টা চিটিংবাজ! দ্যাখ এবার তোর টাকের দুশমন তোর মাথাতেই প্রয়োগ করবো। নিয়ে আসুন সব শিশি।
নন্টে, ফন্টে! হেল্প!
এতোক্ষণে বোধ হয় সব টাকের দুশমন কেল্টোর মাথায় হয়ে গেছে। কি বলিস ফন্টে?
তা হয়েছে। সেই সাধু ব্যাটা একটা চিটিংবাজ! কেল্টাকে ঠকিয়েছে। আর মাঝখান থেকে আমাদের জমানো ক্যাশও সাফ হয়ে গেলো।

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
কেল্টো যাচ্ছে রে নন্টে! ও কেল্টদা দেখো আমরা কেমন মজা করে যাচ্ছি!
অ্যাই থাম্!
তোমার জন্যে আমরা জখম হতে বসেছিলাম।
কিন্তু তোরা যা করছিলি তা বড়ই সাংঘাতিক
প্রমাণ করো।
হ্যাঁ, যা বলছো তা আমাদের দেখাও।
বেশ দেখাচ্ছি।
তোরা দ্যাখ যে, এটা কি রকম বিপজ্জনক।
বেশ মজাদার! কিন্তু কিছু বোঝাতে পারলে না।

আচ্ছা বেশ, আবার দেখাচ্ছি।
ওফ্‌স্‌!
আলু চোরি, আঁ? আবে বদমাস চোট্টা!
এখনো কিন্তু ঠিক বুঝিনি কেল্টুদা!
সুতরাং কেল্টুকে আবার চেষ্টা করতে হলো
অ্যাই মরেচে!
সত্যি কেল্টুদা, লরির পেছনে চড়া দেখছি খুবই বিপজ্জনক!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
সে দিন কেষ্টো মিথ্যে নালিশ করে স্যারের কাছে আমাকে কি ঠ্যাঙানিই না খাওয়ালে। আজ ওকে হাতে পেয়েছি সেদিনের শোধ তুলবো।
স্যারের প্রশ্রয়ে ওর বড় বাড় বেড়েছে।
ফন্টেটা আমাকে মারবার তালে আছে। লাগতে এলে আমিও ছাড়বো না, বিশেষ স্যার যখন আমার পক্ষে।
কারা যেন মারামারি করছে বলে মনে হচ্ছে!
ফন্টে কেষ্টু! এখুনি এসব থামা। তারপর দুজনে আমার সঙ্গে আমার ঘরে আয়!
বাইরে দাঁড়া ফন্টে, আমি আগে কেষ্টুকে শাস্তি দেবো।
আমি বালিশে মারছি তুই খুব ঠ্যাচা!
সপাং! সপাং!
ওউফ! আউফ!

?
এসে গেছিস্ নন্টে? শাস্তির ব্যাপারে চালাকি হচ্ছে রে মাইরি! এবার সব চালাকি ভাঙছি। তোকে যা বলবো সেই মতো কাজ করবি।
যেমনটি বলবি ঠিক তেমনটি কাজ হবে।
এবার ঘরে যা কেল্টু! এই শিক্ষা মনে থাকে যেন। এবার তোর পালা ফন্টে!
ওওওও! উঃ! আঃ!
নিচু হ ফন্টে!... ওঃ, বিরক্তিকর। টেলিফোন করার আর সময় পেলো না।
ঝারর-ঝারর!
হ্যালো! অ্যাঁ? কি? কোথায়? আমার গাড়িটা পুকুরে পড়ে গেছে? কি করে পড়লো?...জানিস না... আচ্ছা আমি এখুনি যাচ্ছি!
গাড়িটার বোধ হয় ব্রেক নষ্ট হয়ে গেছে স্যার। তাই গাড়িয়ে পুকুরে চলে গেছে!
গর্দভ কোথাকার! এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে না থেকে অন্য ছেলেদের নিয়ে গাড়িটা পুকুর থেকে টেনে তোল না নন্টে!

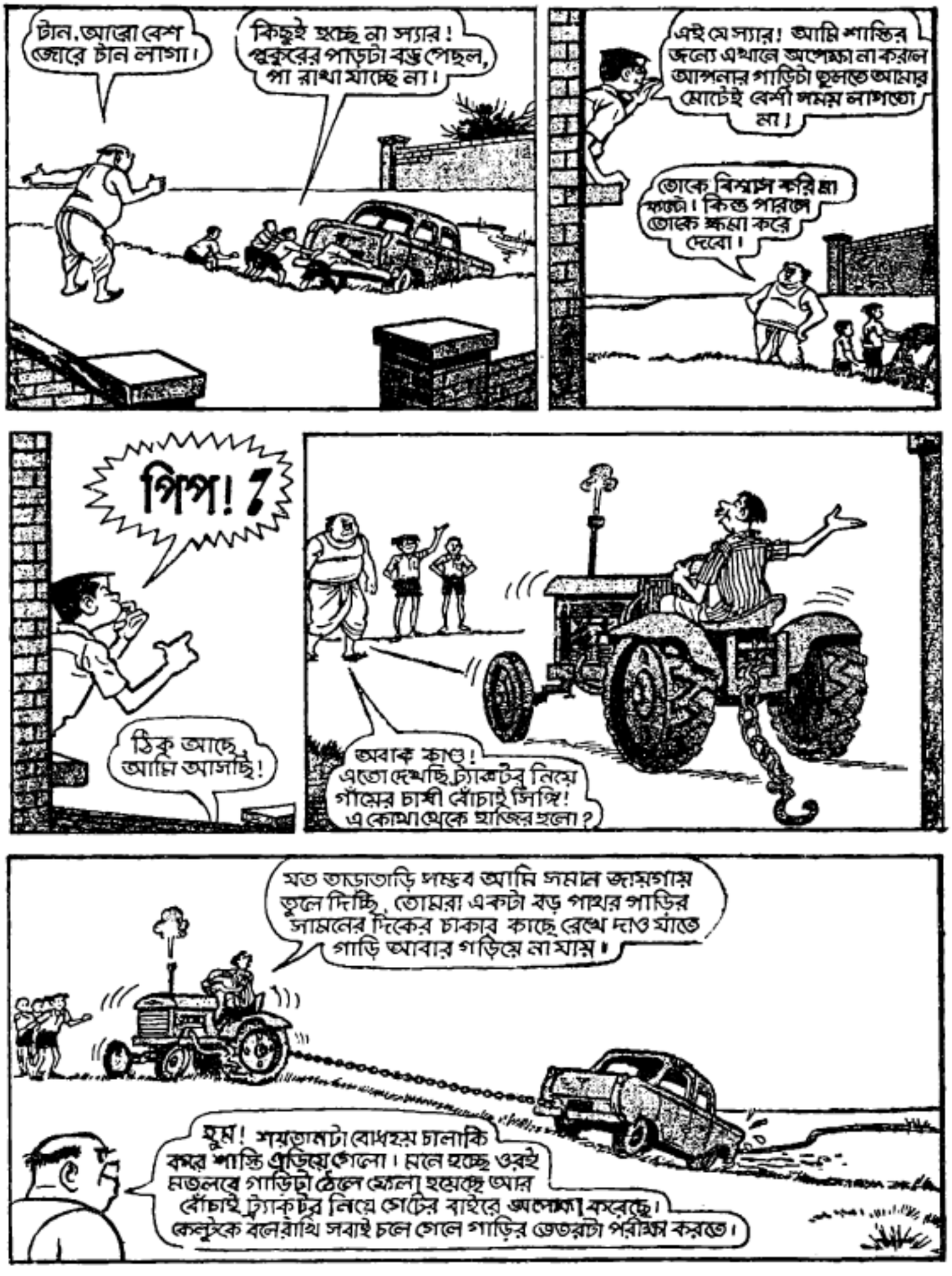
টান, আরো বেশ জোরে টান লাগা।
কিছুই হচ্ছে না স্যার! পুকুরের পাড়টা বড্ড পেছল, পা রাখা যাচ্ছে না।
এই যে স্যার! আমি শান্তির জন্যে এখানে অপেক্ষা না করলে আপনার গাড়িটা তুলতে আমার মোটেই বেশী সময় লাগতো না।
তোকে বিশ্বাস করি না ফন্টে। কিন্তু পারলে তোকে ক্ষমা করে দেবো।
গিপ! 7
ঠিক আছে, আমি আসছি!
অবাক কাণ্ড! এতো দেখছি ট্যাকটর নিয়ে গাঁয়ের চাষী বোঁচাই সিঙ্গি! এ কোথা থেকে হাজির হলো?
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি সমান জায়গায় তুলে দিচ্ছি, তোমরা একটা বড় পাথর গাড়ির সামনের দিকের চাকার কাছে রেখে দাও যাতে গাড়ি আবার গড়িয়ে না যায়।
হুম! শয়তানটা বোধহয় চালাকি করে শাস্তি এড়িয়ে গেলো। মনে হচ্ছে ওরই মতলবে গাড়িটা ঠেলে ফেলা হয়েছে আর বোঁচাই ট্যাকটর নিয়ে গেটের বাইরে অপেক্ষা করছে। কেলুকে বলেরাখি সবাই চলে গেলে গাড়ির ভেতরটা পরীক্ষা করতে।

একটু পরে...
অনেক ধন্যবাদ বোঁচাইদা। চলো তোমাকে একটু চা খাইয়ে দি!
স্যারের নির্দেশ, ওরা চলে গেলেই গাড়ির ভেতরে ঢুকে কি করে এটা ঘটলো তার হদিশ যদি কিছু পাওয়া যায় তা দেখতে হবে।
হিঃ হিঃ! যা ভেবেছি যে কেস্টো হতচ্ছাড়া গাড়ির ভেতরটা দেখতে ঢুকবে। এইবার ইঁদুরটাকে ফাঁদে পেয়েছি। পাথরটা ঠেলে সরিয়ে দি, আর ব্রেকটা তো অকেজো করাই আছে...
ওরেবাবা! আবার কি হলো? গাড়ি যে আবার ঢালুপথে পুকুরের দিকে ছুটছে!
ঝপাস!
আমাকে উ-উদ্ধার করুন স্যার! আমি সাঁতার জানি না!
তাতে বয়ে গেলো। তোর সঙ্গে যখন বোঝাপড়া করবো তখন তোর অবস্থা আরো খারাপ হবে!
আফ! উফ! বড্ড লাগছে যে স্যার
লাগবেই তো চাঁদু! এবার বালিসের বদলে গায়ে পড়ছে যে।

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
এটা নিয়ে তুই তিন নম্বর কলার খোসা ছাড়াচ্ছিস নন্টে! এর পর আমাকে না দিলে কলা গ্যাঁড়াফাইয়ের খবর বাড়িতে রিপোর্ট হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি।
ডাঁড়ারের স্টক থেকে কে কলা হাওয়া করেছে জানতে পারলে কি রকম হবে বল দেখি তবে —
ওপস্!
ওফ্!
কলার বদলে আছাড় খেলি?
সব তোর শয়তানি। খোয়া ছুঁড়ে তোর ঘুচু আমি — সর্বনাশ!
লাইনের ফিসপ্লেট খোলা!
একটু পরেই তো এখান দিয়ে একটা গাড়ি যাবে।
শিগগির চ, স্টেশনে গিয়ে গাড়ি আটকাতে হবে

মরেচে! গাড়ি যে স্টেশনে এসে গেছে! এখনি হয়তো ছেড়ে দেবে।
গাড়ি ছাড়বেন না। সামনে ফিসপ্লেট খোলা!
কি হয়েছে?
কেউ বদমতলবে ফিসপ্লেট খুলে রেখে গেছে। এইমাত্র দেখে এলাম।
তোমাদের কথা সত্যি কি না দেখে আসি। মিথ্যে হলে শাস্তি পাবে। তোমরা এখানে দাঁড়াও, পালিও না।
না পালাবো না।
কিছু পরে
ওঃ! কি সর্বনেশে কাণ্ড! ডাগ্যিস ছেলে দুটোর নজরে পড়েছিল!
তোমরা আজ অনেক লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছ। সৎকাজের জন্যে তোমাদের পুরস্কার দেওয়া হবে।
ফেরার সময়
কলার খোসায় আছাড় খাইয়েছিস। এবার তার ফয়সালা।
আজ আর ঝগড়া নয় ফন্টে এই নে কলা।
পুরস্কার নেবার সময় যখন আমাদের ছবি তুলবে তখন এইভাবে ছবি তুলবো আমরা।
ঠিক বলেছিস।